দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ ...1 JAN 2017...
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...২...

প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান

শিক্ষার মানোন্নয়নে কাজ করে তারপর সমালোচনা করুন

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপনকারীদের শিক্ষার মানোন্নয়নে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, যারা শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাদের উদ্দেশে আমি বলতে চাই, কোনো কিছুই রাতারাতি পরিবর্তন সম্ভব নয়। আগে শিক্ষার মানোন্নয়নে আপনারা (সমালোচক) ভলান্টারি সার্ভিস দিন, সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য কিছু করুন, শিক্ষা দিন; তারপর কথা বলুন। তিনি সমালোচকদের কাছে প্রশ্ন রেখে জানতে চান, শিক্ষার মানের মাত্রাটা এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৪

শিক্ষার মানোন্নয়নে কাজ করে তারপর

(শেষ পৃষ্ঠার পর) আসলে কী?

গতকাল সকালে গণভবনে এক অনুষ্ঠানে সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নতি একদিনে সব হয়ে যায় না। সেজন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আমরা চাই, সব ছেলে-মেয়ে পরীক্ষা দেবে। এ জন্যই পঞ্চম-অষ্টম শ্রেণিতে পিইসি এবং জেএসসি পরীক্ষার ব্যবস্থা। অথচ এই দুই পরীক্ষা নিয়েও অনেকে কথা বলেন। পিইসি-জেএসসির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাভীতি কমছে মত দিয়ে তিনি বলেন, এতে করে তাদের মধ্যে সাহস জন্মাচ্ছে। দিন দিন রেজাল্টও ভালো হচ্ছে, পাসের হারও বাড়ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটা সময় ছিল যখন ক্লাস থেকে কিছু ছেলে-মেয়ে বেছে নিয়ে, তাদের প্রস্তুত করা হতো বৃত্তি পরীক্ষার জন্য। তাদের ভালো টিফিন দেওয়া হতো, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা সেটি পেত না। বৃত্তির জন্য শিক্ষকরা যাদের বাছাই করলেন না, তাদের মধ্যেও তো মেধাবী থাকতে পারে। কেউ বৃত্তি পাবে, বাকিরা বঞ্চিত থাকবে– এই পদ্ধতি ঠিক করতেই পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে পিএসসি-জেএসসি পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

শিক্ষাকে দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রধান হাতিয়ার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার এ লক্ষ্য অর্জনে বদ্ধপরিকর। পাশাপাশি জেন্ডার সমতা অর্জনেও কাজ করছে সরকার।

প্রাইমারি এডুকেশন কমপিটিশন (পিইসি) ও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষা অনুষ্ঠানে পক্ষে পুনরায় নিজের অবস্থান তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, এ ধরনের পরীক্ষা উচ্চতর পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য শিশুর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে। তিনি বলেন, শিক্ষায় আগ্রহী করে তুলতে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য আমি বারবার পিইসি ও জেএসসি পরীক্ষার আয়োজনের পক্ষে মতামত দিয়েছি এবং এতে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে, আমি মনে করি এটা খুব জরুরি।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচটি ইমাম, ইকবাল সোবহান চৌধুরী, মুখ্য সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব সুরাইয়া বেগম, প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম এবং অন্যান্য সচিব ও সিনিয়র কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শিক্ষা সচিব মো. সোহরাব হোসেইন।